টেকসই পর্যটন গাইডলাইন
২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের উদ্দেশ্যে পর্যটনসহ সমস্ত অর্থনৈতিক খাতকে টেকসই পর্যটন গাইডলাইন অনুসরণ করা প্রয়োজন। টেকসই পর্যটন পর্যটনের একটি ধারণা বা দর্শন যা টেকসই নীতি অনুসরণ করে যেকোনো ধরণের পর্যটনের উন্নয়ন তরান্বিত করে। ইকোট্যুরিজম, শহর পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, এবং কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনসহ (CBT) যেকোনো ধরণের পর্যটনের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ টেকসই পদ্ধতিতে হওয়া প্রয়োজন। "টেকসই পর্যটন সম্পর্কিত গাইডলাইন" এ বাংলাদেশে টেকসই পর্যটন সম্প্রসারণের জন্য টেকসই পর্যটন মান নির্ধারণ ও চর্চার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. সংজ্ঞা

টেকসই পর্যটনঃ টেকসই পর্যটন বলতে ঐ সকল পর্যটনকে বোঝায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত মান বজায় রাখে। এটি পর্যটকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে হোস্ট কমিউনিটিকে সুবিধা প্রদান করে।

৩. টেকসই পর্যটনের উদ্দেশ্য

টেকসই পর্যটনের উদ্দেশ্য হলোঃ

ক. অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ. তৃণমূল স্তরের (Grass Root Level) স্থানীয় সম্প্রদায়কে বিশেষ করে পর্যটন সাইট অথবা এর আশেপাশে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করা।

গ. বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা।

৪. টেকসই পর্যটন উন্নয়নের মূলনীতি

টেকসই পর্যটন একটি পর্যটন গন্তব্যের পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়। বাংলাদেশে টেকসই পর্যটন সম্প্রসারণের মূলনীতি হল পরিবেশগতভাবে সুষ্ঠ, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। টেকসই পর্যটন উন্নয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরন করা আবশ্যকঃ

ক. পর্যটন সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে গুরুত্ব প্রদান।

খ. বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে (অর্থাৎ আন্ত:প্রজন্ম) পর্যটন সম্পদের (যেমনঃ প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বা প্রত্নতাত্ত্বিক) সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরন।

গ. সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে সম্পৃক্তকরন।

ঘ. পর্যটনের সুবিধা শুধু শ্রেণী, ক্ষমতা, সম্পদ, লিঙ্গ, ধর্ম এবং জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বন্টন নিশ্চিত করা।

ঙ. টেকসই পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বহু-অংশীজনের (Multi stakeholders) অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ।

চ. দরিদ্র ও প্রান্তিক (Marginal) জনগোষ্ঠীর (বিশেষত মহিলাদের) ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি পর্যটন সাইটে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরন।

ছ. পর্যটন পরিকল্পনা ও উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরন।

জ. ক্ষুদ্র পর্যটন ব্যবসা (যেমনঃ সিবিটি, ছোট রেস্তোরাঁ, স্যুভেনির শপ ইত্যাদি) পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে অগ্রাধিকার প্রদান।

ঝ. প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিতকরন।

ঞ. স্থানীয় সংস্কৃতির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, সম্মান করা (যেমনঃ ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা, আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান) এবং সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ।

ট. পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনার পূর্বে সমন্বিত পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ এবং প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করে টেকসই পর্যটন উন্নয়নে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।

ঠ. টেকসই পর্যটন বিকাশের সময় জলবায়ু পরিবর্তনকে বিবেচনায় নেয়া।

৫. টেকসই পর্যটন উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ

টেকসই পর্যটনের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নেরূপঃ

ক. অর্থনৈতিকভাবে টেকসই পর্যটন।

খ. সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে টেকসই পর্যটন।

গ. পরিবেশগতভাবে স্থায়িত্বশীল টেকসই পর্যটন।

ঘ. প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুক্তিসঙ্গত টেকসই পর্যটন।

৫.১ অর্থনৈতিকভাবে টেকসই পর্যটন

টেকসই পর্যটন কার্যক্রম অর্থনৈতিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করবে। স্থিতিশীল ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তা সকল স্টেকহোল্ডার, হোস্ট কমিউনিটি এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

অর্থনৈতিকভাবে টেকসই পর্যটন হওয়ার কিছু নির্দিষ্ট উপায়ঃ

ক. পর্যটন উদ্যোগের অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকার দেয়া।

খ. পর্যটন উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে বিস্তারিত বিপণন পরিকল্পনা এবং আর্থিক সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করে একটি যথাযথ কৌশলগত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

গ. পণ্য-ভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে বাজার-ভিত্তিক পর্যটন বিকাশে জোর দেওয়া।

ঘ. স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা।

ঙ. সম্মিলিত সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্যোক্তা তৈরি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। (যেমনঃ এসএমই, স্থানীয় ট্যুর গাইড, দোভাষী/অনুবাদক এবং হোমস্টে হোস্ট ইত্যাদি)।

চ. পর্যটন সাইট সংলগ্ন এলাকার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে পর্যটনের নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব প্রশমন করা।

৫.২ সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যটন

পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ টেকসই পর্যটন সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থানীয় কমিউনিটির জীবনধারাকে সম্মান করা এবং এতিহ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পর্যটনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা আবশ্যকঃ

ক. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের এবং স্থানীয় কমিউনিটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বজায় রাখা।

খ. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা।

গ. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার (Restore) এবং বিকাশ করা।

ঘ. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে এবং আশেপাশে বসবাসকারী স্থানীয় মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

ঙ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ পর্যটন পণ্যের উন্নয়ন এবং প্রসারকে উৎসাহিত করা (যেমনঃ স্থানীয় খাবার, ঐতিহ্যগত জীবনধারা, উৎসব ইত্যাদি)।

চ. স্থানীয় কমিউনিটি এবং পর্যটকদের মধ্যে আন্ত-সাংস্কৃতিক (Inter-cultural) সমঝোতা এবং সহনশীলতা বজায় রাখা।

৫.৩ পরিবেশগতভাবে টেকসই পর্যটন

পর্যটন উদ্যোক্তা, পর্যটন সেবাপ্রদানকারী এবং পর্যটক কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদ টেকসই উপায়ে ব্যবহার করা যেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। একটি এলাকায় পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। পরিবেশগত স্থায়িত্ব অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজনঃ

ক. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানগুলোর পর্যটক ধারণক্ষমতা (carrying capacity) নির্ধারণ করা।

খ. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বনবিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের নির্দেশ প্রতিপালন করা এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় করা।

গ. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ স্থান সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন এবং মানোন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

ঘ. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান, স্থানীয় পরিবেশ, অধিবাসীদের জীবনধারা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার উপর পর্যটনের পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা।

ঙ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পুনর্ব্যবহার পদ্ধতি প্রয়োগ করাসহ কঠিন বর্জ্য উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করা এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা।

চ. পর্যটন শিল্পে পানি ও শক্তির উপযুক্ত ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ছ. পর্যটন কাজে ব্যবহৃত পরিবহণ খাতে নবায়নযোগ্য এবং কম কার্বন নির্গত হয় এরূপ শক্তির উৎস এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

জ. পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত সকল নিয়ম-কানুন এবং আইনের অনুসরণ নিশ্চিত করা (বিঃ দ্রঃ পরিশিষ্ট-ক)।

ঝ. পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং কার্বন নির্গমণ হ্রাস করার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পর্যটন পরিবেশ উন্নয়ন তহবিল (green tax) গঠন করা।

ট. পর্যটনের পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

৫.৪ প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টেকসই পর্যটন

গন্তব্যস্থলে পর্যটনের টেকসই উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুস্পষ্ট কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় পর্যটন-সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (যেমনঃ সরকার, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বেসরকারি খাত, এনজিও এবং পর্যটক) সমন্বয় সাধন এবং সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্ঠি করে। টেকসই পর্যটন উন্নয়নে সুশাসন এবং যুক্তিসঙ্গত প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিশ্চিত করা যেতে পারেঃ

ক. টেকসই পর্যটন উন্নয়নের জন্য সহায়ক সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা।

খ. অংশগ্রহণকারীদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল পর্যটন অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং ফলাফলগুলো সকল অংশীজনকে অবহিত করা।

ঘ. অধিকারের সুরক্ষা, ন্যায্যতা এবং প্রয়োগযোগ্য আইনী কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করে আইনের শাসন বজায় রাখা।

ঙ. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্য কমিয়ে আনার জন্য পর্যটন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ।

চ. পারস্পরিক সম্পৃক্ততা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে একটি ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষণীয় প্রক্রিয়া বজায় রাখা।

ছ. সামগ্রিক উন্নয়ন এবং পর্যটনের ব্যাপক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা।

জ. বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

৬. টেকসই পর্যটনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপসমূহ

ক. পর্যটন আকর্ষণের মান এবং পর্যটকদের সন্তুষ্টি বজায় রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক পর্যটন সাইটগুলোর 'ধারণ ক্ষমতা' (Carrying Capacity) নির্ধারণ করা এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ. অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত টেকসই পর্যটন নিশ্চিতকল্পে আবাসন, পরিবহন, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান, বিনোদন পার্ক, ট্যুর গাইড, ট্যুর অপারেটরসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যটন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য 'টেকসই পর্যটনের জন্য ও বর্জনীয়' এবং কর্মসম্পাদন সূচক প্রস্তুত করা ও প্রচার করা এবং অনুসরণ নিশ্চিত। ভালো ফলাফল অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত এবং সনদপত্র প্রদান করা।

গ. অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে 'পর্যটন স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট' (Tourism Satellite Account) অথবা বিগ ডাটা টুল ব্যবহার করা।

ঘ. পর্যটন সাইট এবং আশেপাশে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পর্যটনের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পাবলিক প্রাইভেট কমিউনিটি পার্টনারশিপ (PPCP) এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

ঙ পর্যটক কেন্দ্রিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ট্যুর প্যাকেজ ডিজাইন ও প্রচারের জন্য ট্যুর অপারেটর এবং ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে উৎসাহিত করা।

চ. মাত্রতিরিক্ত কার্বন নির্গমণকারী এবং শব্দ দূষণকারী পরিবহন ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে পরিবেশবান্ধব ভ্রমণ নিশ্চিত করা।

ছ. পর্যটন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সৌরশক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

জ. বিভিন্ন সংরক্ষণ কর্মসূচির (যেমনঃ সমুদ্র সৈকত পরিষ্কার, বৃক্ষরোপণ) ব্যবস্থা করে এগুলোতে অংশগ্রহণ করা।

ঝ. পর্যটন খাতের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করা।

ঞ. পর্যটন সাইটগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা এবং নিয়মিত তদারকি করা।

ট. পর্যটন থেকে প্রাপ্ত ফি'র একটি অংশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঠ. পর্যটন ব্যবসা বিকাশ ও পরিচালনার জন্য নিয়ম, প্রবিধান এবং আইন-কানুন মেনে চলা (বিঃ দ্রঃ পরিশিষ্ট-ক)।

ড. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটন সেচ্ছাসেবক টিম গঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পর্যটনের বিষয়ে স্থানীয় জনগণ, পর্যটন সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন ও পর্যটকদের সচেতন করা।

ঢ. স্থানীয় পর্যায়ে পর্যটন ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ী ও উপকারভোগীদের চিহ্নিত করা এবং সকলের সমন্বিত উদ্যোগে পর্যটন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নিয়মিত তদারকি করা।

ণ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য ও স্যুভেনির বিক্রির ব্যবস্থা করা।

ত. দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

থ. পর্যটন সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান কর।

দ. অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা মানহীন হোটেলগুলোকে আপগ্রেড করে ইকো-রিসোর্ট/হোটেল হিসেবে রুপান্তরিত করা।

ধ. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ভাষা, উৎসব ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ, ডকুমেন্টেশন, রেকর্ড

সংরক্ষণ, চর্চা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী শিল্পকলা একাডেমির সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা। স্থানীয় উৎসবগুলো এবং কালচারাল শো' সহ-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আয়োজন করা। তাছাড়াও টিভি শো' অথবা রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা।

৭. টেকসই পর্যটন প্রচার

ক. পর্যটন খাতে টেকসই নিয়ম-কানুন প্রচার করা এবং টেকসই পর্যটনকে উৎসাহিত করতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা।

খ. গবেষণা কাজ এবং মিডিয়া কাভারেজের ক্ষেত্রে টেকসই পর্যটনকে উৎসাহিত করতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদিকদের উৎসাহিত করা।

গ. টেকসই পর্যটন চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য পর্যটন সরবরাহকারী স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা আয়োজন করা।

ঙ. টেকসই পর্যটন অনুশীলনকারীদের জন্য বিশেষ করে পর্যটন সরবরাহকারী স্টেকহোল্ডারদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

চ. স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে টেকসই পর্যটন অনুশীলনের উপায় সম্পর্কে প্রচার করা।

ছ. অন্যান্য পর্যটন (যেমনঃ সিবিটি, কৃষি পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন, সামুদ্রিক পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন) সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে টেকসই পর্যটন ধারণা প্রয়োগ করা।

জ. টেকসই পর্যটনের বিষয়ে টিভিসি, ভিডিও তৈরি ও প্রচার করা।

পরিশিষ্ট কঃ টেকসই পর্যটনের জন্য প্রাসঙ্গিক নীতি, আইন এবং কনভেনশন

আইনগত দিক	**নীতি, আইন এবং সম্মেলনের নাম/শিরোনাম**
পরিবেশ	- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ - পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০
সংরক্ষণ আইন এবং নীতি	- বন আইন, ১৯২৭ - জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ - সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ২০০৪ - জীব বৈচিত্র্য আইন, ২০১২ - বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ - পরিবেশগত সংকটপূর্ণ এলাকা (ECA) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি। - বাংলাদেশ বন্যজীবন (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৩ এর অধীনে ঘোষিত গেম রিজার্ভ, জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।
জলবায়ু পরিবর্তন	- ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ল, ২০১০ - ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪
নদী, জলাভূমি	- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ - জাতীয় নদী সুরক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ - খাল আইন, ১৮৬৪
খেলার মাঠ, খোলা জায়গা, পার্ক এবং প্রাকৃতিক জলাধার	- মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকা সহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০

পর্যটন	- জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০ - জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ১৯৯২ - বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ - বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অর্ডার, ১৯৭২ - বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট রিজার্ভ এরিয়া এন্ড স্পেশাল ট্যুরিস্ট জোন অ্যাক্ট, ২০১০ - বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪ - বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ - বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ - বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭
কনভেনশন	- কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এন্ডেনজারড স্পিসেস অফ ওয়াইল্ড ফ্লোরা এন্ড ফোনা (CITES), ১৯৭৩ - কনভেনশন কন্সার্নিং দ্যা প্রোটেকশন অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড কালচারাল এন্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ , ১৯৭২ - ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কনভেনশন (IPCC), ১৯৫১ - দ্যা রামসার কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস অফ ইন্টারন্যাশনাল ইম্পোর্টেন্স ইস্পেশিয়ালি এস ওয়াটার ফাউল হ্যাবিটেট, ১৯৭১ - কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি (CBD), ১৯৯২